সোনার হরফে লেখা

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

লেখকের কথা

বন্ধু ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী একদিন ফোন করে বললেন, যাইনুল ভাই, বাসায় আসব। খুব জরুরি কথা! বললাম, এখনই চলে আসুন। তিনি এলেন। সঙ্গে তরুণ ছড়াকার ও সম্পাদক জিয়াউল আশরাফ এবং আবদুল্লাহ সিদ্দীক।

লেখালেখি তরুণপ্রজন্ম ও শিশুসাহিত্য নিয়ে দীর্ঘ আড্ডা হলো। এই আড্ডায় ইয়াহইয়া ভাই বেশ আবেগের সঙ্গে বললেন, যাইনুল ভাই! সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটি শিশু-কিশোর পত্রিকা বের করব। জিয়াউল আশরাফ সঙ্গে আছেন। আপনাকে নিয়মিত লিখতে হবে। বললাম, আপনি পত্রিকা বের করবেন আর আমি লেখব না—তা কি হয়? কিন্তু আমি তো ছোটদের নিয়ে লিখতে পারি না।

ইয়াহইয়া ভাই সাহসী মানুষ। তিনি সত্যি সত্যি *কিশোর স্বপ্ন* নামে পত্রিকা বের করতে শুরু করলেন। আমাকেও প্রায় নিয়মিত লিখতে হলো তাঁর আদেশে। এই বইয়ের গল্পগুলোর জন্ম এভাবেই।

***

আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে জমি দিয়েছেন নবাব সলীমুল্লাহ। বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর। এখন মাসব্যাপী ওরস হয় ঠাকুরজীর নামে। দানবীর সলীমুল্লাহর কথা কেউ বলে না। কোন দেশে কে কোন হসপিটাল করল সেই কাহিনীও পড়ে আমাদের শিশু-কিশোররা। অথচ দান আমাদের ধর্মের শিক্ষা; আমাদের চরিত্রের উজ্জ্বল অংশ। এই বইয়ের গল্পগুলোতে আমি মূলত সেই দানের কথাই শোনাতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি দান ও দয়া আমাদের গর্বোজ্জ্বল ইতিহাসের অলঙ্কার। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মজার মজার আরও অনেক গল্প। আশা করি যাদের জন্যে লেখা তারা পড়ে লাভবান হবেন।

দোয়ার মোহতাজ
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

ঢাকা
২৩.০৫.২০১৮
৬ রমযান ১৪৩৯

সূচিপত্র

হযরত মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১১-১৮
হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর—১৯-২৪
হযরত উসমান—২৫-২৮
হযরত আলী ও হাসান হুসাইন—২৯-৩৬
আবদুর রহমান ইবনে আওফ—৩৭-৪৮
আবদুল্লাহ ইবনে জাফর—৪৯-৫৬
হযরত তালহা—৫৭-৬৬
ইমাম আবু হানীফা—৬৭-৭৪
আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক—৭৫-৮৪
ইমাম ওয়াকেদী—৮৫-৯৬

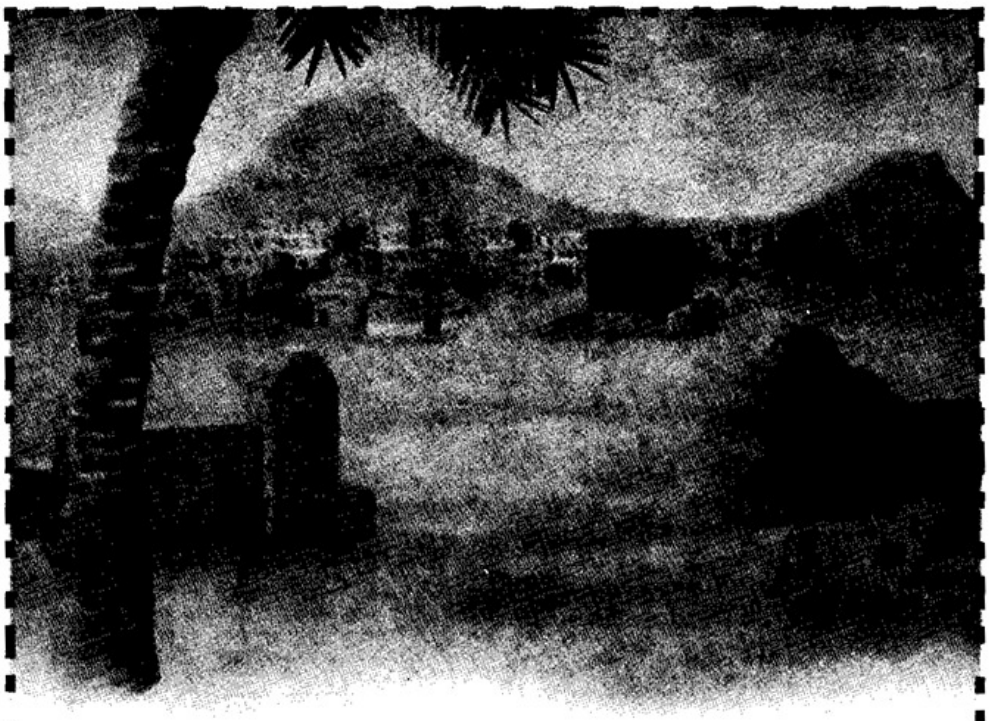

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তো আমরা সকলেই চিনি। মা বাবা মামা চাচাদের মতোই চিনি। তাঁর জীবনে কত্তো মজার গল্প! দুঃসাহসের উপমা ছিলেন। যখন মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করবেন ভাবলেন—তরবারীটা সঙ্গে করে সোজা চলে গেলেন হেরেম শরীফে। পবিত্র কাবার তাওয়াফ করলেন। দুই রাকাত নামায পড়লেন। দেখলেন—ওই তো মক্কার কাফের নেতারা বসে আছে। কাবার পবিত্র চত্বরেই। সোজা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নেতাদের মুখের ওপর বললেন—তোমাদের কেউ যদি তার মায়ের বুক খালি করতে চায়, স্ত্রীকে বিধবা করতে চায় এবং সন্তানকে এতিম করতে চায়, সে যেন ওই উপত্যকার পেছনে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়!

ওমরের সামনে এসে দাঁড়াবে—এমন সাহস কার আছে বলো! কেউ আসেনি!

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সোজা চলে যান মদীনায়—নবীজির প্রিয় শহরে। দুঃসাহসী এই ওমরের দানের সাহসও ছিল অসামান্য।

একবার হলো কি জানো? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবীগণকে দান করতে বললেন। ওমর বলেন—ভাবলাম ঘরে তো পয়সা আছে। আজ এত দান করব যেন আবু বকরকে ছাড়িয়ে যেতে পারি। ঘরে গেলাম। যা কিছু ছিল তার অর্ধেক এনে নবীজির দরবারে পেশ করলাম। নবীজি বললেন—পরিবারের জন্য কিছু রাখোনি?

: অর্ধেক এনেছি আর অর্ধেক রেখে এসেছি।

এমন সময় এলেন আবু বকর। যা এনেছেন নবীজির খেদমতে পেশ করলেন!

: পরিবারের জন্যে কিছু রেখেছ?

: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি!

বুঝলাম, আবু বকরের সঙ্গে লড়াই করার লোক আমি নই। আর কোনোদিন তার সঙ্গে প্রতিযোগিতাও করতে যাব না। [*আত-তারগীব ওয়াত তারহীবের সূত্রে–আল্লাহ ছে শরম কিজিয়ে* : ১৭৫ পৃষ্ঠা]

এবার বুঝো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কত

বড় দানশীল ছিলেন! হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মুসলমান হন তখন তার হাতে চল্লিশ হাজার দেরহাম ছিল। সেকালের বিচারে এটা অনেক বড় অঙ্ক। এই পয়সা দিয়ে অনেক দুর্বল ক্রীতদাস মুসলমানকে কিনে আজাদ করেছেন। আর দান করাটা তো ছিল খানাপিনার মতোই সাধারণ স্বভাব। একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—আবু বকরের পয়সা আমাকে যে উপকার করেছে আর কারো পয়সা সে উপকার করেনি। একথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করেন আর বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদ তো আপনার জন্যেই! [*উসদুল গাবা*, ৩ : ২২২ এর সূত্রে *আল্লাহ ছে শরম কিজিয়ে* : ১৭৫ পৃষ্ঠা]

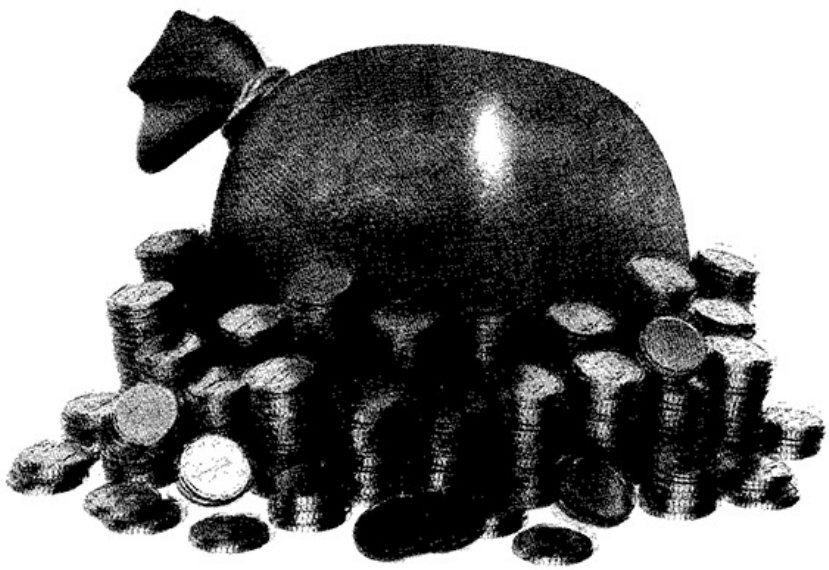

দানের মনটা ছিল কেমন ছিল তার একটি সরাসরি উপমা দিই :